প্রথম আলো

তারিখ ... SEP 1 0 200[illegible] ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রতিক্রিয়া

# শিক্ষক আত্তীকরণ বিধিমালা : 'সবার জন্য ভালো' হবে কি?

যেকোনো জাতির উন্নয়ন সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে সে জাতির মানবসম্পদের ওপর। আর মানবসম্পদ তৈরির প্রধান হাতিয়ার সুপরিকল্পিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। উচুমানের মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য দরকার উচ্চশিক্ষা। বাংলাদেশে মানের দিক থেকে উচ্চশিক্ষার প্রধান পীঠস্থান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। আর সংখ্যা ও মানের সমন্বয় আছে বড় সরকারি কলেজগুলোতে। এসব কলেজে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই চার বছরমেয়াদি সম্মান কোর্স চালু আছে।

কিন্তু সরকারি কলেজগুলোয় পালিত হয়েছে শিক্ষক ধর্মঘট। কেন? সরকার তার মেয়াদের সর্বশেষ মাসে এসে কলেজ শিক্ষকদের আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ কারণে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের মূলধারার পেশাজীবী সংগঠন—বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল।

২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বিবিসির খবরে এ ব্যাপারে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার শুনলাম। প্রথমজন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক ইফতেখার, অন্যজন স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়। অধ্যাপক ইফতেখার বললেন, তারা ধর্মঘটে যেতে চাননি, সরকারই শিক্ষকদের এ পথে ঠেলে দিচ্ছে। আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ পরিবর্তন বা সংশোধন হলে প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিযুক্ত শিক্ষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, সুবিধা পাবেন বেসরকারি কলেজ সরকারীকরণের সময় আত্তীকৃত কলেজ শিক্ষকেরা। মন্ত্রী মহোদয় বললেন, বিধিবিধান সময়ের প্রয়োজনেই পরিবর্তন করা হয় এবং সবার জন্য যা ভালো হয় তাই করা হবে।

সবার জন্য যা ভালো হয়, তাই তো করা উচিত। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করে সময় নিয়ে করলেই তো সে ভালোটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বর্তমান সময়টি কি সরকারের জন্য উপযোগী? নাকি গৃহীত উপায়টি গ্রহণযোগ্য?

মন্ত্রী মহোদয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে পথে প্রায় পাঁচ বছর ধরে হাঁটছেন, তা খুবই সরু এবং সন্দেহজনক। আমি আওয়ামী লীগের আত্মম্ভরিতা সহ্য করতে পারি না, কিন্তু বিগত আওয়ামী সরকার দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিয়েছিলেন, যেটির প্রশংসা করতে হয়। বর্তমান সরকার এসেই এই সৃষ্টিকর্মের উদ্যোগ স্থগিত করলেন। এর পরিবর্তে কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুট পরানোর কাজে হাত দিলেন এবং জগন্নাথ কলেজকে তা করেই ছাড়লেন। জগন্নাথ বাবুরা কলেজ বানিয়েছিলেন বেসরকারি, তাকে এক সময় করা হলো সরকারি। এখন করা হলো বিশ্ববিদ্যালয়। এ তো 'তাগড়া পোলাসহ বউ বিয়ে করার' শামিল, সৃষ্টি বা প্রতিষ্ঠার লেশমাত্র নেই এতে! জগন্নাথ কলেজে বেশিসংখ্যক ছাত্র পড়ে, এ গুণটি ছাড়া এর বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার আর কী কী গুণ আছে? সামান্য একখণ্ড জমির ওপর চারদিক ঘেরা একটি দালানই কি বিশ্ববিদ্যালয়? এর তো কোনো ক্যাম্পাসই নেই! কোচিং সেন্টারের মতো গজিয়ে ওঠা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর পার্থক্য তো শুধু সরকারি ঘোষণা!

সরকারি কলেজগুলোয় লাটে অনার্স-মাস্টার্স খোলার পরে একযুগ পার হয়ে যাচ্ছে, পাঁচ হাজারেরও বেশি পদ সৃষ্টি প্রায় ১০ বছর ধরে ঝুলে আছে, শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীরা বই পড়ে বোঝার পরিবর্তে কতিপয় শিক্ষকের নোট পড়ে অনার্স-মাস্টার্স করছে—এই হলো আমার দেশের উচ্চশিক্ষার প্রধান ধারার হাল! এ সমস্যার সমাধানের পথে মন্ত্রী মহোদয় হাঁটলেন না; তিনি বিদ্যা-শিক্ষার স্বার্থে দাবি পেশ করার প্রধান সংগঠনকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি ভুইফোঁড় সংগঠন দাঁড় করালেন এবং পুরো পাঁচ বছর এদের পৃষ্ঠপোশকতা দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসির বাস্তবায়ন করে গেলেন। বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক! প্রধান ধারাকে চিনতে না পারা তার মতো বিজ্ঞ মন্ত্রীর জন্য খুবই বেমানানও বটে!

কলেজ শিক্ষকদের আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ অবশ্যই একটি সংশোধনযোগ্য দলিল। বস্তুত এ পর্যন্ত 'সবার জন্য ভালো' এবং আত্তীকৃত ও সরাসরি (পিএসসির মাধ্যমে) নিযুক্ত শিক্ষকদের স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হওয়ার মতো কোনো বিধান এখনো তৈরি হয়নি। এ সম্পর্কিত বিধিমালা ১৯৮১, ১৯৯৮ এবং ২০০০-এর মধ্যে ১৯৮১-এর বিধিমালা ছিল সবচেয়ে কম ত্রুটিপূর্ণ। তার একটি অগ্রহণযোগ্য বিধান হচ্ছে চাকরি চার বছর পূর্ণ হওয়া না হওয়া। সরকারীকরণের পূর্বে যদি কোনো শিক্ষকের চাকরি চার বছর পূর্ণ না হয়, তাহলে তার আগের চাকরি গণ্য হতো না। চার বছর পূর্ণ হলে সাধারণত সরকারীকরণের আগের চাকরির অর্ধেক হিসাব করা হতো, মাস্টার্স প্রথম শ্রেণী থাকলে আগের পুরো সময় চাকরিকাল বলে গণ্য হতো। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞ আমলা বা মন্ত্রী মহোদয়েরা এই 'চার বছরী' তত্ত্বের কোনো ব্যাখ্যা দেননি। সাধারণত একটি সাধারণ (বিশেষ বিসিএস দেড়-দুই বছরে শেষ হয়, কিন্তু আত্তীকরণ বিধিমালাকে 'সাধারণ' হিসাবে দেখাই বাঞ্ছনীয়) বিসিএস পরীক্ষার শুরু থেকে নিয়োগ পর্যন্ত তিন বছর সময় লাগে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া মাত্র (বের না হয়ে যোগদানেরও নজির আছে) বেসরকারি কলেজে যোগদান করা সম্ভব। সুতরাং বিধানটি হওয়া দরকার ছিল আত্তীকৃতদের মোট চাকরিকাল থেকে তিন বছর বাদ দিয়ে গণনা করা। প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয়/তৃতীয় শ্রেণীর মাস্টার্সধারীদের জন্য নিয়মটি '৮১ বিধিতে বোধহয় ভালোই ছিল।

আত্তীকরণ বিধিমালা-১৯৯৮ ছিল একেবারেই একপাক্ষিক এবং পুরোই আত্তীকৃতদের পক্ষে। কারণ, এতে ছিল সরকারীকরণের আগের পুরো সময় গণনা করার বিধান। শিক্ষকদের প্রধান ধারার মামলার কারণে এবং মাননীয় উচ্চ আদালতের রায়ে সে বিধান এ দেশে এক দিনের জন্যও কার্যকর হয়নি। বিধিমালা-২০০০ পূর্বে আত্তীকৃতদের যৌক্তিক-অযৌক্তিক নির্বিশেষে সব পদোন্নতি, বেতন-ভাতা এবং জ্যেষ্ঠতা সংরক্ষণ করেছে। এই অংশ আত্তীকৃতদের পক্ষে। আর ভবিষ্যৎ আত্তীকরণের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষক সরকারীকরণের সময় প্রভাষকের ওপরের কোনো পদ পাবেন না এবং আগের কোনো চাকরিও গণ্য হবে না, এটি আসলে আত্তীকরণকে চরমভাবে নিরুৎসাহিত করার বিধান এবং সরাসরি নিযুক্তদের পক্ষে। এই উভয় একপাক্ষিক বিধানকে সমন্বয় করে গ্রহণযোগ্য ও টেকসই বিধান তৈরি করার জ্ঞান আমাদের বিজ্ঞ সচিব মহোদয়দের আছে, দরকার শুধু মন্ত্রী মহোদয়সহ সবার সদিচ্ছার। এখন আসলে এর সময় নয়; আর মন্ত্রী মহোদয় তো অধিকাংশের বিশ্বাসভাজনই নন (তিনি স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে ভুল পথে চলছেন)। সুতরাং এখন এ উদ্যোগ স্থগিত করাই ভালো।

**নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কলেজ শিক্ষক।**